দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঈদ মার্কেট করে দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রথম স্ত্রীর সাথে ঝগড়া। স্বামীর বিষপান

দ্বিতীয় স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ঈদ মার্কেট। মেনে নিতে পারিনি প্রথম স্ত্রী। তাই প্রথম স্ত্রীর সাথে শুরু হয় ঝগড়া বিবাদ। প্রথম স্ত্রীর সাথে ঝগড়ার জের ধরে আব্দুল মজিদ ওরফে সমেজ আলী (৪৫) বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন।

আব্দুল মজিদ গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার আবু মুসার ছেলে। রোববার সকাল ১০ টার দিকে নিজ বাড়িতে বিষপান করেন তিনি।

আব্দুল মজিদের ছেলে পারভেজ হোসেন (১২) জানান, আমার বাবা আমাদের দুই ভাই বোনের জন্য ঈদের বাজার করে দেননি। কিন্তু সে আমার ছোট মা মাহিরন নেছাকে নিয়ে গতকাল শনিবার বিকালে ঈদের মার্কেট করতে যান।

এ কারণে আমার মায়ের সাথে বাবার ঝগড়া হয়। ঝগড়ার জের ধরে সন্ধ্যার দিকে আমার মা জোছনা খাতুনকে (প্রথম স্ত্রী) মারধর করে। আজ সকালের দিকে আবারও ঝগড়া হয় তাদের। এঘটনার জের ধরে বিষপান করে বাবা।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: এমকে রেজা জানান, আব্দুল মজিদের বিষ উত্তোলন করা হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে।

আব্দুল মজিদের ছেলে পারভেজ আরো জানায় আমরা দুই ভাই বোন থাকার পরেও আমার পিতা প্রতিবেশী ৩ সন্তানের জননী মাহিরন নেছাকে পরোকীয়া করে দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

বাবা কসাইয়ের যোগালি কাজ করে যে টাকা পয়সা আয় করেন তাতে আমাদের সংসার ভাল করে চলেনা। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই আমাদের সংসারের অভাব অনটন নেমে এসেছে।

মেহেরপুরে ভুমি ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন উপলক্ষে প্রেস ব্রিফিং

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ৩য় পর্যায়ে জমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ব্রিফিং এ সভাপতিত্ব¡ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন।

প্রেস ব্রিফিং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, আগামী ২৬ এপ্রিল ভিডিও কনফারেন্সে মাধ্যমে সারাদেশের ন্যয় মেহেরপুরে জেলার ৪০ জন ভুমিহীন ও গৃহহীনদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জমিসহ ঘর হস্তান্তর উদ্বোধন করবেন। এটা তৃতীয় পর্যায়ের বরাদ্দ।

এর আগে সদর উপজেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৮ জনকে ঘর প্রদান করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে ৪০ জনকে আগামী ২৬ এপ্রিল ঘর বিতরণ করা হবে।

এসময় সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু সাঈদ, বিটিভি জেলা প্রতিনিধি আল আমিন, মেহেরপুর নিউজের সিনিয়র সাংবাদিক মিজানুর রহমান, ভোরের কাগজ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মর্তুজা ফারুক রুপক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ঈদের কেনা কাটায় তরুণ তরুণীদের ভীড়

আর কদিন পরেই মুসলিম উম্মার সবচেয়ে খুশি ও আনন্দের উৎসব ঈদুল ফিতর। এদিনটি পালনের জন্য সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেনা কাটায়। বছরের অন্যান্য দিনগুলিতে তেমন কিছুৃ কেনা হয় না।

তবে উৎসবকে ঘিরে সকলেই কোন না কোন পোশাক কিনে থাকেন। আর পোশাক কেনার জন্য সকলেই ভীড় জমাচ্ছে বিভিন্ন বিপনি বিতান গুলোতে। বেচা বিক্রিও বেড়েছে। তবে তরুণীদের পছন্দ কাঁচা বাদাম আর পুষ্পা।

এবারে সোস্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হওয়া ভুবন বাদ্যকরের কাঁচা বাদাম ও ইন্ডিয়ান সিরিয়ালের নায়িকা পুষ্পার নামেই এ পোশাক। তবে প্রশাসনিক নজরদারী না থাকায় এবং তরুণ তরুণীদের ভীড় দেখে অতিরিক্ত দাম হাঁকছেন দোকানীরা।

গাংনীর সাদ্দাম ফ্যাশনের স্বত্তাধিকারী জানান, এবারকার ঈদের বাজারে যে পোশাকটির চাহিদা আছে সেটি হচ্ছে কাঁচা বাদাম আর পুষ্পা। বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকায়।

তাছাড়া বিভিন্ন বয়সী নারীদেরও পছন্দের তালিকায় আছে সালোয়ার কামিজ। ঋতু অনুযায়ী আরামদায়ক আর সময়ের বিবেচনায় আধুনিক নকশার সালোয়ার-কামিজ তাদের পছন্দ। লম্বা কামিজের সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা, মাঝামাঝি কামিজের সঙ্গে চোস্ত পায়জামা এবং ছোট কামিজের সঙ্গে ঢোলা পায়জামা হালের ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে লম্বা কামিজই খুঁজে নিচ্ছেন অনেক তরুণী।

এসএসম প্লাজার তুহিন ফ্যাশনের স্বত্ত্বাধিকারী ইনামুল হক জানান, এ বছর নতুন আসা সালোয়ার-কামিজগুলোর মধ্যে আরো আছে- ছানছান, নিধি, মানভি, মালালা, বীরজারা, ক্যাটরিনা-টু, লিসা স্টাইলসহ বাহারি নামের পোশাক। কাজ ভেদে এসব পোশাকের দাম পড়ছে আড়াই হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা।

আরো বেশি দামের পোশাকও আছে। ভারতীয় কাপড়ে জরি, সুতা, পুঁথি, চুমকি, কুন্দন ইত্যাদি দিয়ে নকশা করা সালোয়ার-কামিজের চাহিদাও আছে বেশ।

নওদাপাড়া থেকে আসা তরুণী মিষ্টি ও রচনা জানান, তারা পাথর খচিত কামিজ কিনেছেন। সেই সাথে কিনেছে নকশা করা সালোয়ার। অবশ্য দাম একটু বেশি। গেল বছর এই ধরণের পোশাকের দাম ছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা। এবার তার দাম নিয়েছে চার হাজার টাকা।

একই কথা জানালেন, ধলা থেকে আসা কলেজছাত্রি রক্তিমা। তিনি কিনেছেন চুৃমকি বসানো মানভি পোশাক। গুণগত মান একই অথচ গেল বছরের চেয়ে এবছর একটু দাম বেশি। বাজার মনিটরিংয়ে প্রশাসনের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না থাকায় দাম বেশি বলে জানিয়েছেন ক্রেতা সাধারণ।

কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন, বাজার তদারকি না থাকায় ঈদ বাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। নিত্য পণ্য যে যার ইচ্ছে মাফিক দরে বিক্রি করছেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানও নেই। প্রশাসনের এই নির্লিপ্ততার কারণে ক্রেতা সাধারণ অসহায় হয়ে পড়েছে।

হরিণাকুন্ডুতে সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি, থানায় অভিযোগ দায়ের

সাংবাদিক সুদিপ্ত সালমকে প্রাননাশের হুমকি দিয়েছেন ২ নং জোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য শলোক মোল্লা। সুদিপ্ত সালাম হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক গ্রামের কন্ঠ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর হিসাবে কর্মরত আছেন।

জানা যায়, ইউপি সদস্য সলোক মেম্বার প্যানেল চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম বাবু মিয়ার অনুপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছামত পরিষদ থেকে সরকারি পাটের বীজ নিয়ে তার ভাই পলোক মোল্লার দোকানে রেখে বিক্রি করছেন, এমন সংবাদের প্রেক্ষিতে সাংবাদিক সুদিপ্ত সালাম ২৩ এপ্রিল বিকেলে সংবাদ সংগ্রহ করতে যান।

পরে বিকেল ৫◌ঃ০৫ মিনিটে শলোক মোল্লার বিবৃতি নিতে তার নম্বরে

ফোন করেন। এরপর সন্ধ্যা ৬◌ঃ৩২ মিনিটে শলোক মোল্লা তার ০১৯১৭২৪০৬১৩ মোবাইল নং থেকে সুদিপ্ত সালামকে ফোন করে অকথ্য গালিগালাজ করেন ও সংবাদ প্রকাশ করা হলে সুদিপ্ত সালামকে মেরে ফেলার হুমকি দেন (রেকর্ড সংরক্ষিত)।

এ বিষয়ে সাংবাদিক সুদিপ্ত সালাম বলেন, আমাকে হত্যার হুমকির প্রেক্ষিতে ইউপি সদস্য সলোক মোল্লার বিরুদ্ধে আমি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছি।

হরিণাকুন্ডু পাট ও বস্ত্র কর্মকর্তা মিঠুন বিশ্বাস জানান, প্রান্তীক চাষীদের মাঝে সার বীজ বন্ঠন করা হয়েছে এই বীজ নিয়ে কেও কোন দুর্নীতি করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিনাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম বলেন, সাংবাদিককে হত্যার হুমকির বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

হরিনাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুস্মিতা সাহা বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। পাট কর্মকর্তাকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্হা গ্রহন করা হবে।

হরিণাকুন্ডু প্রেসক্লাবের সভাপতি এম সাইফুজ্জামান তাজু, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান খন্দকার আছিফুর রহমান, কেন্দ্রীয় মহাসচিব মোঃ সুমন সরদার সহ সংগঠনের সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হত্যার হুমকিদাতাকে গ্রেফতারের দাবীতে ও প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছে সাংবাদিক সমাজ।

গাংনীতে মসজিদের দানবাক্সের

টাকা চুরি করতে গিয়ে ইমাম আটক

নিজে একটি জামে মসজিদের পেশ ইমাম। তবে, তার নেশা অন্য মসজিদের দান বাকসের টাকা চুরি। শুধু টাকা নয়, মসজিদের অন্যান্য জিনিসপত্রও চুরি করা তার পেশা।

এ যেনো চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম গ্রামের জামে মসজিদের তালা ভেঙ্গে টাকা চুরির সময় ধরা পড়লেন কাজী আল হেলাল (৪৫) নামের এক চোর।

কাজী আল হেলাল (৪৫) চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাঙবাড়িয়া গ্রামের মৃতু ডাক্তার কাজী সদর উদ্দীনের ছেলে। সে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আবুরী জামে মসজিদের পেশ ইমাম হিসেবে কর্মরত।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের গোয়ালগ্রামের একটি জামে মসজিদের দান বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা চুরি করেন। এসময় মসজিদ কমিটির সভাপতি মসজিদ পরিষ্কার করতে গিয়ে তাকে টাকা চুরি করা অবস্থায় আটক করেন।

জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মহসিন আলী জানান, গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টির কারনে পাতা ও ধুলো পড়ে নোংরা হয়ে ছিলো মসজিদটি। নোংরা পরিস্কার করার জন্য মসজিদে যায়। মসজিদের প্রধান ফটক সামান্য খোলা দেখতে পাই প্রথমে।

পরে ভিতরে গিয়ে দেখি চোর দান বাকসের তালা ভেঙ্গে টাকা পয়সা ব্যাগে করে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হৈ চৈ শুরু করলে আশে পাশের লোকজন এসে তাকে আটক করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করি।

তিনি বলেন এর আগেও মুসল্লি সেজে দু দফা একই মসজিদের দান বাকসের টাকা চুরি করেছে সে। এছাড়া গাংনীর আরেকটি মসজিদের মটর চুরির করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে উত্তম মাধ্যম খেয়েছে। তার নামে নিজ এলাকাতেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে।

আটক কাজী আল হেলালের কাছে তালা ভাঙ্গার কাজে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ধরনের স্কৃ ড্রাইভার, সাইকেলের স্পোক এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার

সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন মসজিদ কমিটির সভাপতি বাদী হয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দর্শনা প্রেসক্লাবের ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমতির আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অফিসার্স ক্লাবে সুধিজনদের নিয়ে এ ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি ও সাবেক জেলা পরিষদের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জেলা ওয়ার্কাস পাটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান, কেরুজ চিনিকলের মহা-ব্যাবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দীন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক, পারকৃষ্ণপুর মদনা-ইউপি চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা গণউন্নয়ণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা কবি ও সাহিত্যিক আবু সুফিয়ান, দর্শনা থানা যুবদলের সচিব জালাল উদ্দীন। এসময় সাংবাদিকদের মধ্য উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এস,এম ওসমান, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সহ-সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, ক্রীড়া সম্পাদক রাজিব মল্লিক, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবীব মামুন, সদস্য মাসুম বিল্লাহ, হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, আবজালুল হক বাদল, আ. হান্নান, আবিদ হাসান রিফাত, ফরহাদ হোসেন, ইয়াছিন আরাফাত জুয়েল প্রমুখ। ইফতারের আগে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর আ.লীগ নেতার নেতৃত্বে চলছে মাটি কাটার মহোৎসব

জীবননগরে কোন ভাবেই থামছে না ফসলি জমির মাটি ও ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রির মহোৎসব। বন ও পরিবেশ আইন অমান্য করে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় একটি চক্র দেদারছে মাটি কেটে বিক্রি করলেও তেমন কোন পদক্ষেপ নেই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রশাসনের।

স্থানীয় প্রশাসন মাঝে মধ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে জরিমানা আদায় করলেও তা আমলে নিচ্ছেন না মাটি ব্যবসায়ীরা। আর বিভিন্ন স্থানে মাটি সরবরাহে রয়েছে ট্রাক। মাটিবাহী এসব ভারী যানবাহনের বেপরোয়া চলাচলে পৌরসভা ও ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ রাস্তাঘাট ভেঙ্গে গেছে।

নদীর মাটি খেকো ও মাটি বেপারীদের বেপরোয়া কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকলেও প্রভাবশালীদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, আইন অমান্য করে এস্কেভেটর দিয়ে দিবা-রাত্রি চলছে ফসলি জমির মাটি ও ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রির মহোৎসব। ভৈরব নদী খননের ছোট বড় ৮-১০ এস্কেভেটর দিয়ে নিজেদের মন মত স্থানে যেয়ে কাটা হচ্ছে মাটি।

৪০ থেকে ৫০টি ট্রাক্টরযোগে এসব মাটি তোলা হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের নিকট থেকে এই চক্রটি বিভিন্ন স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগায় মাটি দেয়ার দোহাই দিয়ে উপজেলার সবর্ত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি মাটি কাটার সিন্ডিকেট।

উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় খালখন্দ, বাড়িঘর নির্মাণে ভরাটের কাজে আর মাটির বেশির ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মা-বাবা ইট ভাটা, সীমান্ত ইউনিয়নের মোল্লা ইট ভাটা, ভিভি, বাকা ইউনিয়নের এন,বি,এম ইট ভাটা।

উপজেলার মনোহরপুর,আন্দুলবাড়িয়া,বাকার মরা নদী পুণ খননের মাটি

কেটে ট্রাক দিয়ে এসব ভাটায় ইট প্রস্তুতের জন্য মাটি জমা করা হচ্ছে।

প্রভাবশালী একটি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আরও কয়েকটি সিন্ডিকেট। এদিকে স্থানীয় ব্যাক্তিরা অভিযোগ করে বলেন মাটি কাটা সিন্ডিকেটগুলোর নিয়ন্ত্রণ করেন মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মনোহরপুর ইউপি সদস্য মোঃ গোলাম রসুল ও মনোহরপুর গ্রামের বাবলু।

মা-বাবা ইট ভাটার মালিক মোঃ শাজাহান আলী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তথা প্রশাসনকে ম্যানেজ করে ভৈরব নদী খননের মাটি নিজের ইট ভাটায় জমা রাখেন। আর এর বিনিময়ে তাদের পকেটে ঢুকছে লাখ-লাখ টাকা।

স্থানীয়দের অভিমত, বর্তমান সরকার মরা নদী খনন করার যে উদ্যেগ গ্রহন করেছে তা একটি মহতী কাজ কিন্তু নদী খনন হতে না হতেই একটি চক্র গাড়ি প্রতি ১ হাজার ১শ টাকা দরে দুই পাড়ের মাটি বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রয় করছে।

তাদের অভিমত বেপরোয়া মাটি খেকোদের না রুখলে মনোহরপুর ও কালা গ্রামের ভৈরব নদীর আশপাশের ফসলি জমি গুলো অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে।

অপরদিকে, ভৈরব নদী খননের মাটি ব্যবহার করা হচ্ছে বাড়ি নির্মাণ, ডোবা ভরাট,, বিভিন্ন বেসরকারি ও মালিকানাধীন স্থাপনা নির্মাণ এবং ইট ভাটাসহ বিভিন্ন কাজে। অনেকে আবার অনুমতি ছাড়াই ভৈরব নদীর মাটি বিক্রি করে দিচ্ছেন।

শুধু দিনের আলোয় নয়, রাতের আধাঁরেও চলে ভৈরব নদী কাটা। প্রশাসনের নজরদারি এড়াতে মাটি ব্যবসায়ীরা রাতের সময়কে উত্তম হিসাবে বেছে নেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সিন্ডিকেটের এক সদস্য জানান, এক ট্রাক কাটা মাটি বিক্রি করা হয় ১১শ থেকে ১২শ টাকায়। মাটি ইটের ভাটায় সরবরাহ করা ১২শ টাকার মধ্যে গাড়ি ভাড়া,আর লেবার খরচ দিতে হয় ১হাজার টাকা আর ২০০ টাকা দিতে হয় সিন্ডিকেটর প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী জনপ্রতিনিধি গোলাম রসুলকে ।

এলাকাবাসী জানায়, স্থানীয় প্রশাসন জেল জরিমানা করার এক ঘন্টা বিরতি দিয়ে আবার পুরোদমে মাটি কাটার কাজ শুরু করেন মাটি

ব্যবসায়ীরা। আবার অনেক মাটি ব্যবসায়ী কৌশল পরিবর্তন করে দিনের বদলে রাতের বেলায় ভৈরব নদী খননের মাটি বিক্রি করে সাবাড় করছেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, গ্রামীণ পাকা সড়ক দিয়ে প্রতিদিন শত শত মাটির ট্রাক চলাচলের কারণে সড়ক নির্মাণের দুই/এক বছরের মধ্যে তা ভেঙে যেতে শুরু করেছে এবং রাস্তা দিয়ে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। সড়কে দ্রুত গতির বালু ও মাটিবাহী গাড়িগুলোর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসায়ীরা ও চলাচলে অসুবিধায় পড়ে স্কুলগামী কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

মনোহরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি সদস্য মোঃ গোলাম রসুল বলেন,আমি কোন মাটি কাটা সিন্টিকেটের সাথে জড়িত না। আমি শুধু মাত্র মনোহরপুর হাইস্কুল,কবর স্থান,ঈদগা মাঠে মাটি দিয়েছি। এখানে কোন আর্থিক লেনদেন হয়নি বা করিনি। আর আমি কারও কাছ থেকে টাকা গ্রহন করিনি। যারা এ কথা বলেছে তারা আমার উপর শত্রুতা করে বলেছে।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো.সোহরাব হোসেন খান বলেন, ভৈরব নদী খনন হচ্ছে এটা আসলেই একটা মহতী কাজ নদী খননের মাটি বিক্রির বিষয়ে আমি শুনেছি কিন্তু কারা এই সিন্টিকেটের সাথে জড়িত এটা আমি জানি না ।

জীবননগরন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আরিফুল ইসলাম বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মাটি কাটা বন্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এ ব্যাপারে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

গাংনীতে বিএনপির ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় ইফতার ও দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া ও ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী উপজেলা বিএনপি সাংগাঠনিক সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপি আহবায়ক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন কালু, গাংনী পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা , মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচীব জাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ছাত্রনেতা শাহিবুল ইসলাম প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, সিনিয়র সহসভাপতি তারেক রহমান, কারাবরণকারী নেতৃবৃন্দ সহ দেশ ও মানুষের কল্যাণ কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার ও দোয়ার মাহফিলে বিএনপি, যুবদল, সেচ্চাসেবকদল, ছাত্রদলের স্থানীয় নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আল মাদরাসাতুল

আরাবিয়া দারুল সুন্নাহ

মাদ্রাসার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

মেহেরপুরে আল মাদরাসাতুল আরাবিয়া দারুল সুন্নাহ মাদ্রাসার উদ্যোগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার মেহেরপুর সদর উপজেলা বুড়িপোতা ইউনিয়নের দক্ষিণ শালিকা গ্রামের আল মাদরাসাতুল আরাবিয়া দারুল সুন্নাহ মাদ্রাসায় এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী প্রবাসী জুয়েল আহমেদের আর্থিক সহযোগিতা ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মাদ্রাসার জমিদাতা মোঃ জাব্বারুল ইসলাম, মাদ্রাসার ইমান মোঃ আসরাফুল ইসলাম, শিক্ষক মোঃ শাহাবুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মেহেদি হাসান সহ মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে রাজমিস্ত্রির মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আলফাজ আলী (৫৫) নামের এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার একই গ্রামের হাফিজের বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরন করে।

আলফাজ আলী একই গ্রামের হঠাৎপাড়ার মৃত হিয়াৎ আলীর ছেলে। জানা গেছে আলফাজ আলী পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। প্রতিদিনের ন্যায় বৃহস্পতিবার গ্রামের হাফিজের বাড়িতে কাজ করছিলেন।

কাজের সময় অসাবধনতাবশত বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরন করেন। আলফাজ